Funded by the European Union

গণতান্ত্রিক সুশাসনে জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ

OXFAM

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

সামাজিক নিরীক্ষা
কৃষি সেবা

সিবিও প্রতিনিধি

কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা এবং সুনামগঞ্জ এর পক্ষ হতে

ঢাকাঃ ১৮ ডিসেম্বর ২০১৯

সূচি

- ভূমিকা
- তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি
- পর্যবেক্ষণসমূহ
- সুপারিশসমূহ

ভূমিকা

ভূমিকা

- বাংলাদেশ সরকার দেশের সকল উন্নয়ন নীতিমালায় এসডিজি'র অগ্রাধিকারসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করার নীতিগত সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেছে
- যদিও সামগ্রিক বিচারে এসডিজি বাস্তবায়নের দায়িত্ব রাষ্ট্রের, একই সাথে স্থানীয় পর্যায়ে গৃহীত পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা এসডিজি কাঠামোতে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। এসডিজির ১৭ টি অভীষ্টের মধ্যে কমপক্ষে ১২ টির (৯, ১২, ১৩, ১৪ এবং ১৭ ব্যতিরেকে) বাস্তবায়নে সমন্বিত কমিউনিটি পর্যায়ের কর্মকৌশল প্রয়োজন হবে
- বাংলাদেশে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভূমি ব্যবস্থাপনা, কর্মসংস্থান, প্রশিক্ষণ, সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে সরকারি পরিষেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। তবে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে এ সকল সেবা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ততাসহ বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতার কথা সকলেই স্বীকার করে
- উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে সিপিডি ও অক্সফাম ইন্ বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহায়তায় "গণতান্ত্রিক সুশাসনে জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ", শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে
- প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হচ্ছে জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর জ্ঞানবর্ধন, সাংগঠনিক এবং নেটওয়ার্কিং দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিপন্ন এবং প্রান্তিক জনসম্প্রদায়ের এসডিজি সংশ্লিষ্ট সেবার চাহিদা এবং রাষ্ট্রের প্রদানকৃত সেবার মাঝে জবাবদিহিতার একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করা

ভূমিকা

- সামাজিক জবাবদিহিতা কৌশলের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল জাতীয় এবং স্থানীয় নীতিনির্ধারণ, উন্নয়ন অর্থায়ন, সেবা প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে নাগরিক এবং জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর, সরকারের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি এবং মনোভাব প্রকাশের মাধ্যমে সরকারের জবাবদিহিতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখা
- এছাড়াও, এটি নাগরিক ও জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় সরকারি কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ এবং তার প্রেক্ষিতে প্রতিক্রিয়া দেবার সুযোগ করে দেয়
- যেহেতু প্রকল্পটি স্থানীয় পর্যায়ে উন্নত সেবা প্রদান, সরকারি সেবার স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সঞ্চালিত হবে সেদিকগুলোকে মাথায় রেখে প্রকল্পের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বহুল ব্যবহৃত সামাজিক জবাবদিহিতা টুল হিসেবে সামাজিক নিরীক্ষা (social audit) টুলটি নির্বাচন করা হয়েছে
- আলোচ্য এলাকাসমূহে (কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা এবং সুনামগঞ্জ) সামাজিক নিরীক্ষার বিষয় হিসেবে কৃষিকে নির্বাচন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উক্ত এলাকাসমূহে ভৌগলিক বিপন্নতার প্রেক্ষিত (হাওর) এবং টেকসই জীবিকার বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে
  - উল্লেখ্য যে, বোরো ফসলের ক্ষেত্রে বন্যা ও অতিবৃষ্টির কারণে জাতীয় পর্যায়ে মোট ক্ষতিগ্রস্ত জমির ৭৮% এবং মোট উৎপাদন ক্ষতির ৮১% আলোচ্য তিনটি জেলায় হয়ে থাকে

তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি

তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি

কিশোরগঞ্জ

- জেলার নিকলী উপজেলার ছাতির চর ও গুরই ইউনিয়নের মোট ১০০টি কৃষক পরিবারের কাছে কৃষি ও এ সংক্রান্ত সরকারি পরিষেবার বিভিন্ন আঙ্গিক সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছে
  - এক্ষেত্রে কৃষিভূমির পরিমাণের উপর ভিত্তি করে ছোট, মাঝারি এবং বড় এ তিন ধরণের কৃষক পরিবারের মধ্যে জরিপ কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে

নেত্রকোণা

- জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলার মোট ৯০ জন কৃষকের কাছ থেকে কৃষি ও এ সংক্রান্ত সরকারি পরিষেবার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছে
  - ছোট, মাঝারি এবং বড় এ তিন ধরণের কৃষকের মধ্যে জরিপ কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে
- একই সাথে সুশীল সমাজের ৫ জন প্রতিনিধি এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ৫ জন কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে

সুনামগঞ্জ

- জেলার তাহিরপুর উপজেলার ৯৬ জন কৃষকের কাছ থেকে কৃষি ও এ সংক্রান্ত সরকারি পরিষেবার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছে
- একই সাথে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে

পর্যবেক্ষণসমূহ

পর্যবেক্ষণসমূহ

- স্থানীয় পর্যায়ে লভ্য কৃষিসংক্রান্ত সরকারি পরিষেবা সম্পর্কে কৃষকদের স্বচ্ছ ধারণার অভাব রয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে উপজেলা পর্যায়ে প্রাপ্ত সেবা সম্পর্কে ধারণা থাকলেও ইউনিয়ন পর্যায়ে লভ্য সেবা নিয়ে ধারণার অভাব পরিলক্ষিত হয়
- কৃষিসংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সরকারি কর্মকর্তাদের তরফ থেকে কৃষকদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করার দৃষ্টান্ত সীমিত
  - নেত্রকোণা জেলার উত্তরদানকারী ৯০ জন কৃষকের মধ্যে ৫২ জন এবং সুনামগঞ্জ জেলার উত্তরদানকারী ৭০ জন কৃষকের মধ্যে ৩৮ জন দাবি করেন যে তাদের সাথে কৃষি কর্মকর্তাদের সরাসরি যোগাযোগ হয়নি
  - তবে কৃষকেরা যোগাযোগ করলে তারা পরামর্শ দেন বা প্রয়োজনে মাঠ পরিদর্শনে আসেন
- অনেকক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের যথাসময়ে বা নিয়মিত দপ্তরে উপস্থিত না থাকার অভিযোগ পাওয়া যায়
  - জনবলের ঘাটতি এক্ষেত্রে একটি অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। উদাহরণস্বরূপ সুনামগঞ্জের তাহিরপুর উপজেলায় ২১ জন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার পদের বিপরীতে কর্মরত আছেন ১১ জন
- জরিপকৃত কৃষকদের অনেকেই জানান যে তারা কৃষি অফিস থেকে সরাসরি কোনরকম প্রশিক্ষণ পান নি। যেমন নেত্রকোণা জেলার সাক্ষাৎকার প্রদানকারী ৯৫ জনের ভেতর ৬৫ জন এবং কিশোরগঞ্জ জেলার সাক্ষাৎকার প্রদানকারী ১০০ জনের ভেতর ৯০ জন এরূপ দাবি করেন

পর্যবেক্ষণসমূহ

- জরিপকৃত তিনটি জেলাতেই উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিয়ে কৃষকেরা অসন্তোষ প্রকাশ করেন
  - নেত্রকোণা জেলার উত্তরদানকারী কৃষকদের সবাই এবং কিশোরগঞ্জের ১০০ জনের ভেতর ৯৯ জন দাবি করেন যে তারা উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য পাননি। সুনামগঞ্জের কৃষকগণ এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে উৎপাদনের খরচবৃদ্ধি এবং কাঙ্ক্ষিত বিক্রয়মূল্য না পাওয়ায় কৃষকদের ফসল উৎপাদনের আগ্রহ দিন দিন কমে যাচ্ছে
- কৃষি উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ন্যায্যমূল্যে না পাওয়া কৃষকদের উপর বাড়তি চাপের সৃষ্টি করেছে
  - নেত্রকোণা ও সুনামগঞ্জ উভয় জেলার উত্তরদাতা কৃষকগণ কৃষি উপকরণের মূল্য বৃদ্ধিকে একটি প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেন। অপরদিকে কিশোরগঞ্জ জেলার উত্তরদাতা ১০০ জন কৃষকের ভেতর ৩৭ জন দাবি করেন তারা কৃষি উপকরণ উচ্চমূল্যে ক্রয় করেছেন
- দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য কৃষি ঋণ সহজলভ্য নয়
  - উদাহরণস্বরূপ নেত্রকোণা জেলার কৃষকগণ এই মন্তব্য করেন যে বেশিরভাগ কৃষক বর্গাচাষী হওয়ায় কৃষি ঋণে প্রবেশাধিকার পান না। কিশোরগঞ্জের উত্তরদাতা ১০০ জন কৃষকের মধ্যে কেবলমাত্র ১ জন বিগত বছর কৃষি ঋণ পেয়েছেন। সুনামগঞ্জের উত্তরদাতাগণ আর্থিক সংকটের কারণে মহাজনের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ নেওয়ার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন

সুপারিশসমূহ

সুপারিশসমূহ

- কৃষকদের ভেতর কৃষিসংক্রান্ত সরকারি পরিষেবা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। স্থানীয় সিবিও এ বিষয়ে ভূমিকা রাখতে পারে। একই সাথে এ সংক্রান্ত সরকারি প্রচারণা বাড়ানো
- সিবিওর মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক সংগঠন গড়ে তোলা এবং কৃষিসংক্রান্ত সমস্যাসমূহ সমন্বিতভাবে সরকারি দপ্তরে পেশ করা
- সরকারি কর্মকর্তাগণ যেন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কৃষিসংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসেন তা নিশ্চিত করা। একই সাথে মনিটরিং বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের যথাযথ উপস্থিতি নিশ্চিত করা
- সকল কৃষককে আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি ও কলাকৌশল সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা
- কৃষক যাতে ফসলের ন্যায্য মূল্য পায় তা নিশ্চিত করা
  - এ লক্ষ্যে সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে সরকারি সংগ্রহ নিশ্চিত করতে হবে
  - ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারি গুদামের ব্যবস্থা করতে হবে
- কৃষি উপকরণের মূল্য কৃষকদের আয়ত্বে রাখা। এ উদ্দেশ্যে বর্তমানে বিদ্যমান সরকারি সুবিধাগুলির ব্যপ্তি বাড়ানো
- কৃষি ঋণ এর সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা

ধন্যবাদ